গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.imed.gov.bd

আইএমই বিভাগের ৭ বছরের সাফল্য

রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর অ্যালোকেশন অব বিজনেস (অনুচ্ছেদ ৩২C) অনুযায়ী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ এবং সংকলনের (compilation) মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এনইসি, একনেক; মন্ত্রণালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং সাময়িক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শ সেবা প্রদান;
- স্পট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা জানার জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন;
- প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রয়োজনের আলোকে, প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ;
- সিপিটিইউ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- পিপিএ, ০৬ এবং পিপিআর, ০৮ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি এবং
- সময়ে সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/পরিকল্পনা মন্ত্রী/জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য বিষয়াদি ।

সিপিটিইউ:

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে পরিচালিত Country Procurement Assessment Report (CPAR) এ বাংলাদেশে সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করে যুগোপযোগী আইন ও বিধি বিধান প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় গৃহীত পিপিআরপি (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্মস প্রকল্প)-এর আওতায় আইএমইডি'তে Central Procurement Technical Unit (CPTU) প্রতিষ্ঠা করা হয়। CPTU প্রথমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৩ প্রণয়নসহ প্রয়োগের জন্য Implementation Procedures এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস চালু করে। প্রাথমিকভাবে ক্রয় কার্যক্রমে দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, দরদাতাদের প্রতি সম-আচরণ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ী এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আস্থাবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ কার্যকর করা হয়।

১। সিপিটিইউ'র অর্জিত সাফল্য:

বর্তমান সরকারের সময়ে ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সিপিটিইউ'র অর্জিত সাফল্য এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত সংস্কারমূলক কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

- সরকারী ক্রয়ে যুক্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিন সপ্তাহের সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণসহ নীতি নির্ধারণী, অডিট, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, প্রকল্প, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, প্রশাসন, সাংবাদিক, দরপত্রদাতাসহ ১৮ ধরণের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অব্যাহত আছে। ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৫,৫১৩ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

- সরকারী ক্রয় কার্যক্রমে দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমআচারণ ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকল্পে এবং জনগণের অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত জুন, ২০১১ তারিখে National Electronic Government Procurement (e-GP) Web Portal-এর উদ্বোধনের মাধ্যমে সরকারী ক্রয়ে e-Tendering ব্যবস্থা চালু হয়। এ জন্য গত ১৫ ফেবুয়ারি ২০১১ তারিখে e-GP গাইড লাইন জারী করা হয়।

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের রুপকল্পে সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য e-Tendering ব্যবস্থা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি টার্গেট এজেন্সিতে (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড) পাইলট ভিত্তিতেই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ইতোমধ্যে ৩১ মে ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৩৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর ২৬২টি সংস্থার ২,৪৪৭টি ক্রয়কারী e-GP'র আওতায় এসেছে। একই সঙ্গে ২ ১,৭৩১জন দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা e-GP-তে নিবন্ধিত হয়েছে। e-GP সিস্টেমে ৫৫,৫৬৪টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ৩৫,০৪৯টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ই-জিপি বিষয়েও ক্রয়কারী ৩,৭৮০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল সরকারী ক্রয়কে ই-জিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

- ই-জিপি সিস্টেমে দরপত্র জামানত, কার্যসম্পাদন জামানতসহ রেজিষ্ট্রেশন ফি, নবায়ন ফি ও টেন্ডার ডকুমেন্ট ফি গ্রহণের জন্য ৪১টি ব্যাংকের সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং মোট ২২০০টি শাখার মাধ্যমে এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- ই-জিপি বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য সিপিটিইউসহ ৪টি টার্গেট এজে ন্সিতে (সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড) Help desk স্থাপন করা হয়েছে। Help desk থেকে ই-জিপি ব্যবহারকারীদের ফোন, ই-মেইল এবং ই-জিপি সিস্টেম-এর মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই Help desk দৈনিক ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে।

- দেশের সকল সরকারী ক্রয় ই-জিপিতে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উপরন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্স এর ২য় সভায় আগামী ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে দেশের সকল সরকারী ক্রয় ই-জিপির আওতায় আনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নির্দেশনার আলোকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য-সচিবের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন ডাটা সেন্টার ক্রয় ও স্থাপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ১৮/০৯/২০১৬ এর মধ্যে দেশের সকল সরকারী ক্রয় অন্তর্ভুক্তির উপযোগী ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন ডাটা সেন্টার স্থাপন ও ডাটা স্থানান্তর সম্ভব হবে। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ২০১৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের সকল সরকারী ক্রয় ই-জিপির আওতায় আসবে।

- সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট অর্থাৎ ই-জিপি'র সুষ্ঠু বা স্তবায়ন ও প্রসারের জন্য সং শ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে এক দিনের কর্মশালা গত ২৮ জুলাই, ২০১৫ তারিখ থেকে শুরু হয় এবং বর্তমানে তা চলমান রয়েছে। প্রতিটি ফোরামে জেলা পর্যায়ে সরকারি ক্রয়কা সংস্থার প্রতিনিধি, টেন্ডারার, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করছেন এবং ইতোমধ্যে ৫৩টি জেলায় ই-জিপি সচেতনতামূলক কর্মশালা এবং ৪২টি জেলায় Government Contractor ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪ জেলায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত আঞ্চলিক যোগাযোগ রক্ষা এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সিপিটিইউ গত ১-৩ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখ ঢাকায় " ৩য় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট কনফারেন্স" আয়োজন করে। বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত সকল দেশের সরকারী ক্রয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ প্রতিষ্ঠান/ ব্যাক্তি এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে। এই কনফারেন্স থেকে ঘোষণা করা হয়-সরকারী ক্রয় পদ্ধতি/ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংক্রান্ত "Dhaka Declaration". কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ South Asia Public Procurement Network এর চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

- সিপিটিইউ'র নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম চলছে।

২। প্রকল্প অনুমোদন, প্রকল্প পরিদর্শন, সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন ও প্রভাব মূল্যায়নে আইএমইডি র'অর্জন:

- ২০০৮-০৯ অর্থ বছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ১৪৫৯ প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত PEC সভায় আইএমইডি প্রতিনিধিত্ব করেছে। এসব সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা , ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং Procurment Plan এর উপর আইএমইডি মতামত দিয়ে থাকে।

- মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প পরিদর্শন আইএমইডি'র একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বছরের শুরুতেই একটি কর্মপরিকল্পনা থাকে। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্লথ গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের স্পট, কাজের মান এবং অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়।

- আইএমইডি সমাপ্ত সকল প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। গড়ে প্রতি বছর প্রায় ২০০-২৫০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত সকল প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন সম্পন্ন করে বই আকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এছাড়া ,আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর মনিটরিং সেক্টর সমূহের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ২০০৯ ১০- অর্থ বছর পর্যন্ত নির্বাচিত ১৫-২০১৪ অর্থ বছর থেকে৪৪টি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১৫ অর্থ ১৬- টি নির্বাচিত প্রকল্পর নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।১৫ বছরে

- আইএমইডি কতৃর্ক বাস্তবায়িত প্রকল্প/কমর্সূচীর ফলাফল (Output) এবং ফলাফলের সমন্বয়ে অজির্ত স্বল্প মেয়াদী সুফল (Outcome) এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যভুক্ত সুবিধাভোগী ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব ইত্যাদি নিরুপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব আইএমইডি কতৃর্ক মূল্যায়ন করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণাধর্মী সমীক্ষা। সাধারনত অর্থনৈতিক নীতি ও অগ্রাধিকার এবং মূল্যায়নের জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দের বিবেচনায় আইএমইডির সচিব এর নেতৃত্বে বিদ্যমান একটি কমিটি কতৃর্ক প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্প বাছাই করা হয়। নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের কলেবর, সমাপ্তির পর্যায় এবং প্রভাব মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্তের সহজলভ্যতার বিবেচনায় মূল্যায়ন কাজ সম্পাদনের জন্য পরামশর্ক ফার্ম নিয়োগ অথবা নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রভাব মূল্যায়নের কাজ করা হয়। ২০০৮অ ১৫-২০১৪ অর্থ বছর থেকে ০৯-র্থ বছর পর্যন্ত নির্বাচিত ৮৫টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১৫রয়েছে। চলমান কাজ মূল্যায়নের প্রভাব প্রকল্পের সমাপ্ত টি১৮ বছরে অর্থ ১৬- নিচের সারণিতে বছরভিত্তিক প্রকল্প পরিদর্শন, সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন ও প্রভাব মূল্যায়নে আইএমইডি র'অর্জন দেখানো হলো:

ক্র: নং	কর্মকান্ডের বিষয়	২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৪-২০১৫ পর্যন্ত ৭বছরের সাফল্য						
		২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১।	মাঠপর্যায়ে চলমান প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন। প্রাপ্ত সমস্যা ও সুপারিশসমূহের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ।	৫১১টি	৮৫৫টি	৯৪৩টি	৭১৮টি	৯৩৬টি	৭৭৩টি	১১৩০টি
২।	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন।	-	৬টি	৫টি	৭টি	৭টি	৮টি	১১টি
৩।	সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন। প্রাপ্ত সমস্যা ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ।	২২৮টি	৩১৪টি	৩১৫টি	২০৮টি	২১৫টি	২৭৬টি	২৩৫টি
৪।	প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ।	৭টি	৬টি	১০টি	১০টি	২২টি	১৪টি	১৬টি

৩। জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন:

২০০৯ সাল থেকে নবম ও দশম জাতীয় সংসদের ফ্লোরে মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায়ও নিয়মিতভাবে চাহিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করা হচ্ছে । তাছাড়া, মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত চাহিত যাবতীয় প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক তথ্য জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হচ্ছে।

৪। গৃহীত ও বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

বিগত ২০০৯ সাল থেকে চলতি অর্থবছরের মে, ২০১৬ পর্যন্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারি ক্রয় কাজে ই-জিপির সম্প্রসারণ, ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং, প্রকল্প বাস্তবায়নে র তথ্য অন লাইনে সংগ্রহের জন্য Project Monitoring Information System (PMIS) প্রবর্তন এবং মনিটরিং ও প্রতিবেদন কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন করার জন্য ৪ (চার)টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় মোট জিওবি পিএ	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%) মে, ২০১৬
			আর্থিক
১।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট- II (২য় সংশোধিত) জুলাই ২০০৭ - জুন ২০১৭	৪৭,৩৫৯.৮৯ ১৭৮৮.০০ ৪৫৫৭১.৮৯	৩৩৯৯৬.০৮
২।	স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিস অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) (১ম সংশোধিত) জানুয়ারি ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০১৬	৭০৯১.০০ ৭০৯১.০০ ০.০০	২৯৭৪.০১
৩।	Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective Coverage of Basic Social Services (ECBSS) for Children and Women in Bangladesh জুলাই ২০১৪ - ডিসেম্বর ২০১৬	৬৯৭.৭০ ৫০.১০ ৬৪৭.৬০	৩৫৮.৩২
৪।	Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI) নভেম্বর ২০১৫ - অক্টোবর ২০১৭	৪৭৪.০০ ৭৯.০০ ৩৯৫.০০	প্রকল্পটি সম্প্রতি অনুমোদিত। এখনও আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।

৫। প্রশাসন অনুবিভাগের সাফল্য:

আইএমইডি'র প্রশাসন অনুবিভাগের (২০০৯-২০১৫ সময়ে ৭ বছরের) কর্মকান্ডের বিষয়ে সাফল্যের বিবরণ নিম্নরূপ:

১. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে শক্তিশালীকরণের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৬৯ (উনসত্তর)টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

২. ১ম শ্রেণির ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা-কে পদোন্নতি, ০১ (এক) জনকে সিলেকশন গ্রেড, ০৪ (চার) জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৩. ২য় শ্রেণির ০৯ (নয়) জন কর্মকর্তা-কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৪. ৩য় শ্রেণির ১৯ (জন) কর্মচারীকে নিয়োগ এবং ০৪ (চার) জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।

৫. ৪র্থ শ্রেণির ১৭ (সতের) জন কর্মচারীকে নিয়োগ এবং ০২ (দুই) জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

৬. ০১ (এক)টি জীপ গাড়ি এবং ০৩ (তিন)টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে।

৬। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণেআইএমইডি’র ভূমিকা:

ক্রমবর্ধমান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে আইএমইডি সহায়ক ভূমিকা তথা ধনাত্মক প্রভাবক হিসেবে অবদান রাখে। সেলক্ষ্যে আইএমইডি প্রতিবছর চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনকরত: প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ-কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/দিকনির্দেশনা/মতামত প্রদান করে থাকে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

গত ২০০৯ সাল হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে প্রদত্ত মোট বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ				ব্যয় (বরাদ্দের %)			
		মোট	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য	নিজস্ব অর্থায়ন	মোট	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য	নিজস্ব অর্থায়ন
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)		(৭)	(৮)	(৯)	
*২০১৫-১৬	১৫৫০	৯৩৮৯৫	৬১৮৪০	২৯১৬০	২৮৯৫	৫৭৬২৪ (৬১%)	৩৭৪৮৪ (৬১%)	১৭৩৮২ (৬০%)	২৭৫৮ (৯৫%)
২০১৪-১৫	১৪৫৭	৭৭৮৩৬	৫২৯৩৬	২৪৯০০	২৮৩৬	৭১১৩৭ (৯১%)	৪৮৬৯৪ (৯২%)	২২৪৪৩ (৯০%)	২৬০৭ (৯২%)
২০১৩-১৪	১৫২১	৬৩৯৯১	৩৮৮০০	২১২০০	৩৯৯১	৫৯৭৫৯ (৯৩%)	৩৮১১৬ (৯৮%)	১৮৭৯৭ (৮৯%)	২৮৪৬ (৭১%)
২০১২-১৩	১৪৪৯	৫৭৩৮৮	৩৩৮৬৬	১৮৫০০	৫০২২	৫২৫১০ (৯১%)	৩৩৬২৮ (৯৯%)	১৬৪০৭ (৮৯%)	২৪৭৫ (৪৯%)
২০১১-১২	১৩৪০	৪১০৮০	২৬০৮০	১৫০০০	-	৩৮০২৩ (৯৩%)	২৫৪৪৮ (৯৮%)	১২৫৭৫ (৮৪%)	-
২০১০-১১	১২৯২	৩৫৮৮০	২৩৯৫০	১১৯৩০	-	৩২৮৫৫ (৯২%)	২৩০৪৫ (৯৬%)	৯৮১০ (৮২%)	-
২০০৯-১০	**১১৮৩**	**২৮৫০০**	**১৭২০০**	**১১৩০০**	-	**২৫৯১৭** (৯১%)	**১৬৪০৫** (৯৫%)	**৯৫১২** (**৮৪%**)	-
২০০৮-০৯	**১১৩৫**	**২৩০০০**	**১২৮০০**	**১০২০০**	-	**১৯৭০১** (৮৬%)	**১১৮৭৩** (৯৩%)	**৭৮২৮** (৭৭%)	-

***২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি’র মে, ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি**

- উপরিউক্ত ২০০৮-০৯ অর্থ বছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, বিগত ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৪-১৫ এডিপি বাস্তবায়নের গড় আর্থিক অগ্রগতির হার ৯১% | এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সফলতার পিছনে নিম্নলিখিত কারণসমূহ উল্লেখ করা যায়ঃ
    - ❖ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার তাগিদ ও পরামর্শ প্রদান;
    - ❖ প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হওয়া;
    - ❖ আইএমইডি’র পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা পর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়া;
    - ❖ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাস্তবায়ন দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়া।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য মোতাবেক সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনায় ই-জিপি সম্প্রসারণ, মনিটরিং ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্টের প্রয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ এবং মনিটরিং কর্মকর্তাদের লজিষ্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং বাস্তবায়ন এবং নিবিড় মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে উন্নয়ন খাতে সম্পদের অপচয় এবং দুর্নীতি দূরীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন সহজতর হচ্ছে।